সংবাদ

সংবাদ ৩১ মার্চ ২০১৮

সঙ্গীর প্রস্টেটের সমস্যা?

রিটায়ারমেন্টের পরে আয়েশ করে অবসর যাপনের পরিকল্পনা ছিল সুশীলবাবুর। কিন্তু এক বিরক্তিকর সমস্যা নাছোড়বান্দার মতো রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। অবশেষে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হল। জানা গেল প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বেড়ে গিয়ে অসুবিধে হচ্ছে। ওষুধ আর লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করে আপাত ভাবে জব্দ হল প্রস্টেটের অসুখ। তবে নির্দিষ্ট সময় চেকআপ না করালে সমস্যা ফিরে আসতে কতক্ষণ? আবার প্রস্টেট গ্ল্যান্ডে ক্যানসার হলে প্রায় একই উপসর্গ হওয়ায় দ্রুত রোগ ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা ঠিক কী

আখরোটের থেকে সামান্য বড়ো আকৃতির প্রস্টেট গ্রন্থি আদতে একটি মেল রিপ্রোডাক্টিভ গ্ল্যান্ড। ইউরিনারি ব্লাডারের ঠিক নীচে ইউরেথ্রা অর্থাৎ মূত্রনালীর চারপাশে থাকে এই গ্রন্থিটি। এর প্রধান কাজ প্রস্টেটিক ফ্লুইড তৈরি করা। ঘন সাদাটে এই ফ্লুইডটি স্পার্ম বা শুক্রাণু বহন করতে সাহায্য করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্ল্যান্ডের কর্মক্ষমতা কমতে শুরু করে। একই সঙ্গে গ্রন্থিটি ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে।

প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটি মূত্রথলির ঠিক নীচে থাকে বলে ব্লাডার আউটলেট অবস্ট্রাকশন শুরু হয়। অন্যদিকে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটি ইউরেথ্রা অর্থাৎ মূত্রনালির চারপাশে ঘিরে থাকায় লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক সিম্পটম্পস দেখা দেয়। অনেক সময় ম্যালিগন্যান্সি অর্থাৎ ক্যানসারের জন্যেও প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যেতে পারে। তাই সমস্যা হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখানো উচিত।

সন্ধেবেলায় চোখে ঘুম অথচ রাতে ঘুম নেই? প্রকৃতির ঘন ঘন ডাকে জেরবার! প্রস্টেটের সমস্যায় আপনার সঙ্গীর অবহেলা নয়। ক্যানসার আক্রমণ করতে পারে। সাবধানতায় প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট ডা. অমিত ঘোষ

কী অসুবিধে হয়

রাত্তিরে কম করে বার তিন চার বাথরুমে দৌড়োনো প্রস্টেটের অসুখের প্রধান উপসর্গ। ডাক্তারি পরিভাষায় এর নাম বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেশিয়া বা বিপিএইচ। আসলে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের কোশ বাড়তে শুরু করায় ইউরেথ্রার উপর চাপ পড়ে। অন্যদিকে ব্লাডারের পেশি ক্রমশ মজবুত ও অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। ইউরিন যাতে ব্লাডারে কোনোমতে জমতে না পারে, তার জন্যে শরীরের মেকানিজম কিছুটা পালটে গিয়ে ব্লাডারকে বাড়তি সতর্ক করে দেয়। এর ফলে সামান্য ইউরিন জমলেই ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার তা দ্রুত বের করে দিতে চায়। ফলে ঘুম ভেঙে যায় ও বাথরুম পায়।

প্রবল প্রস্রাব পেলেও শুরু হতে দেরি হয় এবং ধারা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

প্রস্রাব করার পরেও মনে হয় আর একবার বাথরুমে গেলে ভালো হত। ব্লাডার খালি হতে চায় না।

প্রস্রাবের সময় জ্বালা ও ব্যথা হতে পারে।

অনেক সময় প্রস্রাব আটকে গিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। তখন ক্যাথিটারের সাহায্যে ইউরিন বার করে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না।

ইউরিনের সঙ্গে রক্ত বেরোতে পারে, একে বলে হিমাচুরিয়া।

ব্লাডারে ইউরিন জমে জমে স্টোন হতে পারে।

ইউরিন ইনফেকশনের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ব্লাডারে ইউরিন জমে ব্লাডার বড় হয়ে যেতে পারে।

কী কী টেস্ট দরকার

ইউরোলজিস্ট প্রস্টেটের অসুখ সন্দেহ করলে প্রথমে ফিজিক্যালি চেক করেন। এর ডাক্তারি নাম ডিজিটাল রেক্টাল এগ্‌জামিনেশন। এরপর প্রয়োজনে পিএসএ অর্থাৎ প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। রোগীকে একটি ফর্ম ফিলাপ করতে দেওয়া হয়। তাতে আটটি প্রশ্ন থাকে। এর নাম ইনটারন্যাশনাল প্রস্টেট সিম্পটম স্কোর বা আইপিএসএস। এই স্কোর দেখে ইউরিন কালচার, রুটিন ইউরিন টেস্ট, ইউরিন ফ্লোরেট ও রেনাল ফাংশন টেস্ট করাতে হতে পারে। রোগের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা হয়।

চিকিৎসা মানেই সার্জারি নয়

বেশি বয়সের অসুখ বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেশিয়া বা বিপিএইচ অনেকটা হাই ব্লাড প্রেশার বা ডায়বিটিসের মত। রোগটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সারানো যায় না। প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে ওষুধের সাহায্যে রোগের বাড়বাড়ন্ত রুখে দেওয়া যায়।

অনেক সময় প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অনেকটা বড়ো হয়ে গেলে টিইউআরপি ব ট্রান্স ইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ প্রস্টেট করা হয়। পেট না কেটেই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটি কুরে বের করে দিলে সমস্যা কমে যায়। কিন্তু সার্জারির ভয়ে অনেকেই চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না। অকারণে ভয় পেয়ে রোগ গোপন করলে জটিলতা বেড়ে যায়।

তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ৫০ বছর বয়সের পর প্রস্রাব সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা হলে একবার ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রস্টেটের সমস্যা হলে সন্ধের পর থেকে জল, চা, কফি জাতীয় পানীয়ের মাত্রা কমিয়ে দিন।